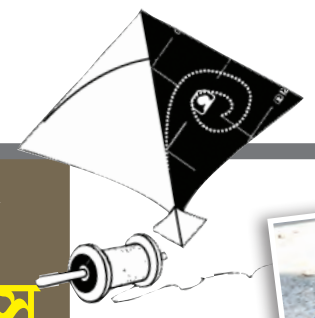

আজ বিশ্ব ঘুড়ি দিবস

শীতের দুপুরে ভোঁ-কাট্টা...

তিলোত্তমা কলকাতার মতো বিশ্বকর্মাপুজোর দিন নয়, শীতের দুপুরে গৌড়বঙ্গের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায় 'ভোঁ-কাট্টা' আওয়াজ। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ সেই আওয়াজ শোনা যায় খুবই কম। তবু ঘুড়ি কথাটির সঙ্গে বাঙালির একটা অদ্ভুত আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। বিশ্ব ঘুড়ি দিবসের প্রাক্কালে গৌড়বঙ্গের সেই আবেগ খুঁজে দেখার চেষ্টা করল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

একসময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে ঘুড়ি দিবস বা উৎসব পালিত হত। ১৯৮৯ সাল থেকে ১৪ জানুয়ারি বিশ্ব ঘুড়ি দিবস পালিত হচ্ছে। আমাদের দেশের সঙ্গে বিশ্বের বহু দেশ এদিন ঘুড়ি ওড়ায়।

পীযূষ সেনগুপ্ত
রায়গঞ্জ

আমাদের ছোটবেলায় পুকুর পাড়ের বাবলা গাছের আঠা, খাতার পাতা আর ঝাঁটার কাঠি দিয়ে তৈরি করতাম ঘুড়ি। পাড়ার রাম কাকার দোকান থেকে ১০ পয়সার সুতো কিনতাম। নিজের ঘুড়ির কাটা পড়লে প্রায়ই কেঁদে ফেলতাম। এখন সময়ের সঙ্গে পালটেছে অনেক কিছুই। এই ঘুড়ি ওড়ানো খেলাও আর তেমন চোখে পড়ে না। তবে এখনও আকাশে যখন ঘুড়ি উড়তে দেখি তখন একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শৈশব খুঁজে ফিরি।

অভিজিৎ চৌধুরী
রায়গঞ্জ

আমি মা-বাবার কাছে ঘুড়ি ওড়ানোর গল্প শুনেছি। ঘুড়ি ওড়াইনি কোনওদিন। আমাদের সময়ে এসবের চলন তেমন দেখতে পাইনি। পড়াশোনার মধ্যে থেকেছি। ডিবেট, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদির মধ্যে সৃজনশীলতার তৃষ্ণা মেটাতাম। তবে কখনো-কখনো আকাশে ঘুড়ি উড়তে দেখি। বেশ ভালোই লাগে। আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা তো ঘুড়ি কী জিনিস জানেই না। এখন মোবাইল জেনারেশন। মোবাইল আর ভিডিও গেম তাদের খেলাধুলোর মূল আঁতুড়।

আকাশ চাকি
পড়ুয়া, বালুরঘাট

ছোটবেলায় মকর সংক্রান্তিতে ঘুড়ি কাটাকাটির খেলায় মেতে উঠতাম। তারপর সময় এগিয়েছে। চারদিকের ছবি অনেক বদলেছে। উঁচু উঁচু অট্টালিকা যেমন শহর ও শহরতলির আকাশকে ঘিরে ধরেছে। তবে আমরা এই বিশ্ব ঘুড়ি দিবসে আশা রাখতেই পারি যে খুব তাড়াতাড়ি ছবিটা বদলাবে। শুধু গ্রাম না, শহরের ছেলেমেয়েরাও আবার মাঠে আসবে। মুঠোফোনের জগৎ ছেড়ে উঁচু অট্টালিকার ছাদ থেকেই আবার মেতে উঠবে ঘুড়ি ওড়ানোর খেলায়।

কনকরঞ্জন তালুকদার
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বালুরঘাট

আমাদের ছোটবেলায় ঘুড়ি ওড়ানো ছিল শীতের দুপুর বেলার বিনোদন। আমাদের সময়ে বাজারে ঘুড়ি কিনতে পাওয়া যেত না। বাড়িতেই ঘুড়ি তৈরি করা হত বাঁশের কঞ্চি ও রংবেরংয়ের পাতলা কাগজ দিয়ে। অন্যের ঘুড়ি কাটাই ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আনন্দের, তার জন্য সুতোতে মাঞ্জা দিতে হত। এই মাঞ্জা ছিল লণ্ঠনের চিমনির ভাঙা কাচের গুঁড়ো করে সাবুর আঠা মিশিয়ে সুতোয় লাগানো। বর্তমান সময়ে ছেলেদের মধ্যে এই আনন্দ দেখা যায় না।

অঙ্কুশ গুপ্ত
মালদা

অনেক সময় দেখতে পাই আশপাশের বাড়ির কিছু ছেলে ঘুড়ি ওড়ায়। কখনও আকাশে চোখ গেলে উপভোগ করি। কিন্তু কখনও ঘুড়ি ওড়ানোর চেষ্টা করিনি। ওড়াতে পারিও না।

রণজিৎ দেবভূতি
মালদা

জিগলের ছাল আর কাচের গুঁড়ো দিয়ে সুতো মাঞ্জা করতাম। লাটাই লুকিয়ে রাখতাম চিলেকোঠার ঘরে, যাতে বাবা-মা টের না পান। দুপুরে সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়তেন আমি তখন চুপিসারে ছাদে। এক টানেই ঘুড়ি বুন করে ফেলতাম। কলেজে পড়ার সময় একবার দুর্গাপুরে গিয়েছিলাম ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। হাজারো প্রতিযোগীর মধ্যে আমার স্থান সপ্তম হয়েছিল। বর্ষার পর থেকেই লেখাপড়ার সঙ্গে আমার সঙ্গী ছিল লাটাই। এখন শুধু মনে হয়, ইস সেই বয়সটা যদি ফিরে পেতাম।

রায়গঞ্জে করোনায় বৃদ্ধার মৃত্যু

নিউজ ব্যুরো

১৩ জানুয়ারি : ক্রমেই গৌড়বঙ্গের করোনা পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করছে। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে এক করোনা সংক্রামিত বৃদ্ধার মৃত্যু হলেও সবচাইতে বেশি সংক্রামিতের হদিস মিলেছে মালদায়। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী এদিন নতুন করে ৪১৪জন সংক্রামিত হয়েছেন। পাশাপাশি পরপর চারদিন দক্ষিণ দিনাজপুরে দৈনিক সংক্রমণ সেঞ্চুরি পার করল।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডের সিসিইউ বিভাগে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ থানার দেবীনগর এলাকায়। আরও জানা গিয়েছে, কোভিডবিধি মেনে পরিবারের সম্মতি দিয়ে রাত দশটা নাগাদ মৃতদেহ বন্দর শ্মশানের ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে দাহ করা হবে। দীর্ঘ পাঁচদিন ধরে ওই বৃদ্ধা বাড়িতেই প্রবল জ্বর ও সর্দি কাশিতে ভুগছিলেন। চলতি মাসের ১১ তারিখে তাঁর লালার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরপর পজিটিভ রিপোর্ট আসতেই রায়গঞ্জ মেডিকেল ও কলেজ হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে ওই দেহ রায়গঞ্জ মেডিকেল ও কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ৩ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত সংক্রামিতের সংখ্যা ১০৯৭ পার হয়েছে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার অ্যাক্টিভ করোনা রোগীর সংখ্যাও ৩৫০'র বেশি ছিল। ১ জানুয়ারি জেলায় ৯ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে। ২ জানুয়ারি ১৩, ৩ জানুয়ারিতে ২১ জন সংক্রামিত হন। তবে ৪ ডিসেম্বর থেকে বাড়তে থাকে সংক্রমণ। ৪ জানুয়ারি ৪৫, ৫ জানুয়ারি ৭৭, ৬ জানুয়ারি ৯৫, ৭ জানুয়ারি ১৪৭, ৮ জানুয়ারি ১৮৬, ৯ জানুয়ারি ১৭০ জন আক্রান্ত হন। আবার চলতি মাসেই রায়গঞ্জ শহরের তিনজন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পূরণ শর্মা বলেন, 'সংক্রমণ যে গতিতে বাড়ছে তা উদ্বেগের হলেও বিশেষজ্ঞদের অনুমান সংক্রমণের হারও কমবে চটজলদি। সকলের উচিত নির্ধারিত প্রোটোকল মেনে চলা। এতেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে সংক্রমণ।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে করোনা সংক্রমণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। করোনা হাসপাতালে ধীরে হলেও রোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। সাতদিন আগে যেখানে মাত্র একজন ভর্তি ছিল, সেখানে বৃহস্পতিবার ১৪ জন ভর্তি রয়েছেন। তবে জেলার সেফ হাউজ বা জেলা ও মহকুমা হাসপাতালের কোভিড ইউনিটগুলি কার্যত ফাঁকাই পড়ে রয়েছে।

জানা গিয়েছে পরপর চারদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দৈনিক সংক্রমণ সেঞ্চুরি পার করল। রবিবার ১০৫ জন, সোমবার ১২৩ জন, মঙ্গলবার ১২৮ জনের পর বুধবার ১৪১ জন সংক্রামিত হয়েছেন। বালুরঘাটে প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন আধিকারিক, সরকারি কর্মী, হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, বেসরকারি কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। জেলাজুড়ে ৭৭টি মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন করেছে জেলা প্রশাসন।

এদিকে বৃহস্পতিবার মালদায় নতুন করে ৪১৪জন সংক্রামিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে চলতি মাসের প্রথম ১২দিনেই জেলায় মোট সংক্রামিত হয়েছেন ৩১৯৩ জন।

গৌড়বঙ্গে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ

- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দৈনিক সংক্রমণ সেঞ্চুরি পার করল। রবিবার ১০৫ জন, সোমবার ১২৩ জন, মঙ্গলবার ১২৮ জনের পর বুধবার ১৪১ জন সংক্রামিত হয়েছেন
- চলতি মাসেই রায়গঞ্জ শহরের তিনজন করোনা সংক্রামিতের মৃত্যু হয়েছে
- মালদা জেলায় পরপর চারদিন সংক্রামিতের সংখ্যা ৪০০ পার করেছে

শনি মন্দিরের ঘণ্টা চুরি, যুবককে খুঁটিতে বেঁধে মার

পুরাতন মালদা, ১৩ জানুয়ারি : মন্দিরের ঘণ্টা চুরির অভিযোগে এক যুবককে মারধর করে খুঁটিতে বেঁধে রাখলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে পরে মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের স্কুলপাড়ায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদার বুলবুলি মোড় এলাকার একটি শনি মন্দিরের ঘণ্টা চুরি হয়। চুরির বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা লব কর্মকার নামে এক যুবককে সন্দেহ করেন। তাঁকে ধরে একটি খুঁটতে বেঁধে চড়, থাপ্পড় মারতেই সে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম বলে ফেলে। চুরির ঘটনা জানাজানি হতেই মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। ভিড় জমা হতেই ক্ষোভ শুরু হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। এরপরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালদা থানার পুলিশ। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় বাসিন্দা অজয়কুমার হালদার জানিয়েছেন, 'এলাকায় মাদক বিক্রি এবং মাদকাসক্তের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বাড়িতেও চুরি হচ্ছে। আশপাশের মন্দিরগুলিতেও চুরির ঘটনা ঘটছে। এলাকায় কিছু যুবক মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটাচ্ছে। পুলিশকে কড়া নজরদারি চালানো উচিত।' পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানান, 'ঘটনাটি শুনেছি। ওই যুবককে পুলিশ আটক করে নিয়ে গিয়েছে। মাদকাসক্তের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তা সঠিক। আমিও চাই বেআইনি মাদক কারবারিদের ধরপাকড় করুক পুলিশ। তাহলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।' মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, 'মন্দিরে ঘণ্টা চুরির অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। আরও কয়েকজনের খোঁজ চালানো হচ্ছে। অভিযান চালিয়ে দুষ্কৃতীদের ধরপাকড় করা হবে।'

খুঁটিতে বেঁধে রাখা যুবককে উদ্ধার করছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদায় ছবিটি তুলেছেন রেজাউল হক।

সংক্রামিত বাড়লেও উদাসীন জনতা

কালিয়াগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে বেসামাল কালিয়াগঞ্জ। প্রতিদিন বাড়ছে সংক্রামিতের সংখ্যা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার নানা বিধিনিষেধ জারি করেছে। কিন্তু অধিকাংশই মানছেন না সেই নিষেধাজ্ঞা। ডবল ভ্যাকসিন নেওয়ার আত্মবিশ্বাসে অনেকেই উপেক্ষা করছে নির্দেশিকা। শুধু তাই নয়, নজরদারিতেও প্রশাসনের ঢিলেমি লক্ষ করা যাচ্ছে।

ডবল ভ্যাকসিন নিয়েও করোনা সংক্রমণের ঘটনা এখন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বুধবার, কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ তাপসকুমার রায় নিজে করোনা পজিটিভ হয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে বাড়িতে হালকা সর্দি কাশি, জ্বর হলে চিকিৎসকেরা বিষয়টিকে হালকাভাবে নিতে মানা করছেন। এপ্রসঙ্গে কালিয়াগঞ্জের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রকাশ বিশ্বাস জানালেন, 'করোনাকে হালকাভাবে দেখার কোনও বিষয় নয়। যেহেতু, অনেকের করোনার ডবল ভ্যাকসিন নেওয়া রয়েছে তাই তাদের ক্ষেত্রে হয়তো শরীরে তেমন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু, যাদের হার্ট, সুগার, হাই প্রেসারের মতো রোগ আছে, তাঁরা করোনা আক্রান্ত হলে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সংক্রমণ রুখতে রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধ মেনে চলাই আমাদের একমাত্র উপায়।

গত তিনদিনে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে করোনা পরীক্ষা করিয়ে যাওয়া আনুমানিক ৪০ শতাংশ মানুষের করোনা আক্রান্তের ঘটনা সামনে এসেছে। স্টেট জেনারেল হসপিটালে কর্তব্যরত স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী গত তিনদিনে ৩৬৪জন করোনার র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করিয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৩৯ জনের করোনা পজিটিভের রিপোর্ট সামনে এসেছে। এদিকে কালিয়াগঞ্জ শহরের করোনা সংক্রমণের আক্রান্তের সংখ্যা এই সময় ৯০ জন বলে জানালেন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর সুরজিৎ কৈরি। কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুর প্রশাসক শচীন সিংহ রায় বলেন, 'প্রশাসনিকভাবে রাস্তাঘাটে বিধিনিষেধ মেনে চলার যথেষ্ট প্রচার করা হচ্ছে। আগামীতেও চলবে।' কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস বলেন, 'প্রতিদিন বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে মাস্কহীন, শারীরিক দূরত্ববিধি না মেনে চলা ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। প্রয়োজনবোধে নজরদারি আরও বাড়বে।'

শাসকদলের চোখরাঙানি এড়াতে বিজেপির পঞ্চপাণ্ডব কৌশল

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৩ জানুয়ারি : আগামী পুর নির্বাচনে শাসকদলের চোখরাঙানি এড়িয়ে নির্বাচন পরিচালনা করতে বুথে বুথে দায়িত্বে থাকবেন বিজেপির পঞ্চপাণ্ডবরা। ইতিমধ্যে পঞ্চপাণ্ডব বাছাই করার কাজে নেমে পড়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। রাজ্যের প্রতিটি পুরসভায় বুথ কমিটিগুলির পঞ্চপাণ্ডবদের তালিকা থাকবে রাজ্য কমিটির হাতে। বুথ কমিটিতে কোনও জল মেশানো রয়েছে কিনা সেদিকে নজর রাখবে রাজ্য কমিটি। বুথ কমিটি ও কর্মীদের মধ্যেই বাছাই করতে হবে পাঁচজন করে ডাকাবুকো নেতা বা কর্মীকে। এই পঞ্চপাণ্ডবরাই বুথস্তরে নির্বাচনের যাবতীয় বিষয়গুলি দেখবেন। এমনকি কোনও কর্মী, সমর্থক, এমনকি সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লে এই পঞ্চপাণ্ডবরা কুইক রেসপন্স টিম হিসাবে কাজ করবে। মানুষের সুবিধে-অসুবিধেয় পাশে দাঁড়াবেন।

পুরভোটে শাসকদলের সন্ত্রাসের মুখে পড়তে হতে পারে ধরে নিয়ে ইতিমধ্যেই বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুরের বুথগুলিতে পঞ্চপাণ্ডব বাছাইয়ের কাজ শুরু করেছে বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি। বুথভিত্তিক সংগঠন না থাকলে কী পরিণতি হতে পারে, তা ভালোমতোই টের পেয়েছেন দলের রাজ্য নেতারা। হাওয়ার ওপর ভর করে ভোট করাতে গিয়ে বিধানসভা নির্বাচন, উপনির্বাচন, এমনকি কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনেও নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে বিজেপিকে। তাই এবার বুথস্তরে সংগঠন গড়ে তোলার দিকে নজর দিয়েছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। পুরসভা নির্বাচনের আগে ১০০ শতাংশ বুথেই যাতে কমিটি থাকে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। তারপর সেখান থেকে ডাকাবুকো পাঁচজন নেতা ও কর্মীকে নিয়ে তৈরি করতে হবে পঞ্চপাণ্ডব কমিটি। বুথস্তরের এই পঞ্চপাণ্ডবের ছবি সহ নামের তালিকা জেলা ও রাজ্যকে পাঠাতে হবে। সেই কমিটি সঠিক কিনা তা যাচাই করার পর কমিটির অনুমোদন মিলবে। কমিটি যাচাই করবেন খোদ রাজ্য নেতৃত্ব।

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর পুরসভা নির্বাচনের ইতিহাসে বিজেপির ট্র্যাক রেকর্ড ততটা ভালো নয়। আগের নির্বাচনগুলিতে এই দুই পুরসভায় কার্যত বিজেপি খাতাই খুলতে পারেনি। তবে গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে দুই শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডে লিড পায় গেরুয়া শিবির। এছাড়া জেলার সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে বর্তমানে দলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এবারের নির্বাচনে বিজেপি বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর পুরসভায় ভালো ফল করতে মরিয়া। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে দল মুখ থুবড়ে পড়ায় তাদের কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলে আসা অনেক কর্মী ও সদস্য বর্তমানে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। তাঁদের উজ্জীবিত করে শাসকদলকে চ্যালেঞ্জ করার জায়গায় নিয়ে যেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে নেতৃত্বকে। তাই এখন থেকেই বিজেপি নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করেছে।

পুর নির্বাচনের আগে বুথভিত্তিক সংগঠন গড়ার মরিয়া প্রয়াস

> রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে জেলাজুড়ে প্রতিটি বুথে পঞ্চপাণ্ডব বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সামনে পুর নির্বাচন। তাই শহর এলাকার বুথগুলিতেও পঞ্চপাণ্ডব বাছাইয়ের কাজ চলছে।
>
> **স্বরূপ চৌধুরী**
> সভাপতি, বিজেপি

ইতিমধ্যে বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর পুরসভায় নির্বাচনি প্রস্তুতিতে নজরদারি করছেন খোদ রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বেশ কয়েকবার জেলা কমিটি এবং শহরের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করে রণকৌশল ঠিক করে দিয়েছেন। তবে নির্বাচনি বৈতরনী পার করতে গেলে বুথভিত্তিক সংগঠন যে মজবুত করতেই হবে তা বুঝে প্রস্তুতি শুরু করেছে তিরা।

বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে জেলা জুড়ে প্রতিটি বুথে পঞ্চপাণ্ডব বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সামনে পুর নির্বাচন। তাই শহর এলাকার বুথগুলিতেও পঞ্চপাণ্ডব বাছাইয়ের কাজ চলছে।'

কালিয়াগঞ্জের পালপাড়া খাজার গন্ধে মম

উনুন জ্বালিয়ে কড়াইতে চিনি ও পরিমাণ মতো ছানার জল জাল দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর ফুটন্ত জল আঠালো হয়ে আসে। তারপর একটা বড় পাত্রে সর্ষের তেল মাখিয়ে এই গরম জলটা ঢেলে দিতে হবে। আঠালো জল ঠান্ডা হলে আটার দলার আকার নেয়। পরে পরিমাপ মতো উপরে তিল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তাহলেই তৈরি হয়ে যায় তিলের খাজা।

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : উঠোনে বসে একমনে তিলের খাজা তৈরি করছেন ষাটোর্ধ্ব রূপকুমারবাবু। আর সেই লোভনীয় খাজা বানানো দেখছে পাড়ার তনুশ্রী, প্রিয়া, গৌরব, সৌম্যদীপরা। আশা একটাই, তৈরি হয়ে গেলেই দাদু হয়তো দুটো হাতে তুলে দেবেন।

দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে একই নিয়মে তিলের খাজা বানিয়ে আসছেন কালিয়াগঞ্জের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ার বাসিন্দা রূপকুমার পাল। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির আগে নিজে হাতে গুড়ের মটকা, তিলের খাজা তৈরি করেন তিনি। হাটে হাটে সেগুলি বিক্রি করেন। দূরদূরান্তের পাইকাররাও আসেন তাঁর হাতের বানানো গুড়বাদাম আর তিলের খাজা কিনতে। সেসব বিক্রি করে যে আয় হয়, তা দিয়ে সংসার চালান তাঁরা। শীতকাল মানেই রকমারি খাওয়াদাওয়া। আর পৌষের শুরুতে গুড়ের মটকা, তিলের খাজার চাহিদা আরও বাড়তে থাকে।

দু'হাত জোড়া। খাজা তৈরিতে ব্যস্ত রূপবাবু। আপনমনে কাজ করতে করতে তিলের খাজা তৈরির পদ্ধতি জানালেন তিনি। জানালেন, 'উনুন জ্বালিয়ে কড়াইতে চিনি ও পরিমাণ মতো ছানার জল জাল দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর ফুটন্ত জল আঠালো হয়ে আসে। তারপর একটা বড় পাত্রে সর্ষের তেল মাখিয়ে এই গরম জলটা ঢেলে দিতে হবে। আঠালো জল ঠান্ডা হলে আটার দলার আকার নেয়। পরে পরিমাপ মতো উপরে তিল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তাহলেই তৈরি হয়ে যায় তিলের খাজা।'

বয়সের ভার কাজের ক্ষেত্রে তাঁকে কুপোকাত করতে পারেননি মোটেও। কাজ করতে করতেই জানালেন, 'পরিশ্রমের কাজ। বয়সও তিন কুড়ি পেরিয়েছে। তাই, বাড়ির মানুষগুলো নানাভাবে আমাকে সাহায্য করে থাকে।' রূপকুমার পালের ছোট ভাইয়ের ছেলে গৌতম পাল। স্থানীয় পুরসভায় তিনি কর্মরত। গৌতমবাবু জানালেন, 'এই সময় বাজারে এসব খাবারের বিশেষ চাহিদা থাকায় জ্যেঠু নিজে বিভিন্ন হাটে গিয়ে খাজা, মটকা বিক্রি করেন। আমরাও হাত লাগাই। প্রায় ২০ কুইন্টাল মটকা ও খাজা বিক্রি হয়। পাইকারি ৯০টাকা কেজি দরে খাজা বিক্রি করা হয়।'

খাজাদাদুর কথা

- দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে একই নিয়মে তিলের খাজা বানিয়ে আসছেন কালিয়াগঞ্জের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ার বাসিন্দা রূপকুমার পাল
- প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির আগে নিজে হাতে গুড়ের মটকা, তিলের খাজা তৈরি করেন তিনি। হাটে হাটে সেগুলি বিক্রি করেন
- দূরদূরান্তের পাইকাররাও আসেন তাঁর হাতের বানানো গুড়বাদাম আর তিলের খাজা কিনতে